দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 14 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২

দুঃখ প্রকাশ : সংশোধনী শুরু হয়েছে

# আল্লাহর সঙ্গে দেব-দেবীর তুলনাটি অনিচ্ছাকৃত ভুল

## -ড. আখতারুজ্জামান

□ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : মাধ্যমিক নবম-দশম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা' বইয়ে জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর সঙ্গে দেব-দেবীর তুলনার বিষয়টি অনিচ্ছাকৃত ভুল উল্লেখ করে এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন বইটির সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. আখতারুজ্জামান। একই সঙ্গে তদন্ত কমিটি গঠন করে ভুলটি সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছে বলে জানান তিনি। পৃঃ ১২ কঃ ২

## ড. আখতারুজ্জামান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতকাল (বুধবার) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি এ কথা জানান। একইসঙ্গে বিভিন্ন পত্রিকায় তার বিরুদ্ধে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তীব্র নিন্দা জানিয়ে তার বিরুদ্ধে ফাঁসির দাবিকে মনগড়া এবং উস্কানিমূলক বলে দাবি করেন।

তিনি বলেন, অনিচ্ছাকৃতভাবে বাক্য গঠনগত ত্রুটির কারণে অর্থগত পার্থক্যের ফলে জনমনে যে ক্ষোভ বা অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে সেজন্য এবং সম্পাদক হিসেবে ত্রুটিপূর্ণ বাক্যটি দৃষ্টি এড়ানোর জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আখতারুজ্জামান বলেন, তার বিরুদ্ধে যারা এসব ঘৃণ্য অপবাদ দিয়ে ফাঁসির দাবি করছে আসলে তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত এবং প্রগতিশীল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত মানুষের জীবন ও সম্মানে আঘাত হেনে সরকারকে বেকায়দায় ফেলানো ও নৈরাজ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, এটি গোষ্ঠীভিত্তিক আক্রমণের অপকৌশল। শিক্ষাখাতে সরকারের সাফল্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য কোন কোন মহল এসব হীন প্রয়াস চালাচ্ছে। আর এসব ঘটনা তখনি যোগ নেয় যখন যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বে শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চ কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী, প্রফেসর ড. আব্দুর রশীদ, সহযোগী অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, প্রভাষক মাহমুদুর রহমান, ইফতেখারুল ইসলাম প্রমুখ।

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের নবম ও দশম শ্রেণীর 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' নামক বই-টির ৮২নং পৃষ্ঠায় হারাম বিষয় ও দ্রব্যের তালিকায় ৫ নম্বর আইটেম: দেব-দেবীর বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম অংশটি উদ্ধৃত হয়।